জোরকদমে চলছে জলস্বপ্নের কাজ

শুভজিৎ দত্ত ● নাগরাকাটা

২৯ অক্টোবর : জলস্বপ্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম দফায় জলপাইগুড়ি জেলার ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪৫৬টি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ২০২১-এর মার্চের আগেই এই বাসিন্দারা যাতে প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই কাজ চলছে। আগামী আর্থিক বর্ষের মধ্যে সবমিলিয়ে জেলার প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ বাড়িতে সংযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের তরফে চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য চা সুন্দরী নামে যে আবাসন প্রকল্পটির কাজ শুরু হচ্ছে, তাতে জলপাইগুড়ি জেলার জন্য প্রথম দফায় বেছে নেওয়া হয়েছে রেডব্যাংক, ধরণীপুর ও মানাবাড়ি এই ৩ বন্ধ বাগানকে। ওই সমস্ত জায়গার চা সুন্দরী প্রকল্পের বাড়িগুলিতেও পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের জলপাইগুড়ির সহকারী বাস্তুকার ধ্রুবজ্যোতি রায় বলেন, 'সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে কিছু বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ শেষও হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের আপ্রাণ চেষ্টা চলছে।'

গ্রাসমোড় চা বাগানে নির্মীয়মাণ জলস্বপ্ন প্রকল্পের জলাধার। – সংবাদচিত্র

নাগরাকাটার বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা বলেন, 'জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর বাগানগুলিতে পানীয় জলের সংকট আর থাকবে না বলেই মনে করি। এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি প্রকল্প।'

জেলার চা বাগানগুলিতে পরিশ্রুত পানীয় জলের সংকটের ছবি বহু পুরোনো। বাগানের বাসিন্দাদের নদী, ঝোরার জল খেতে হচ্ছে, এমন অভিযোগ মাঝেমধ্যেই উঠে আসে। তাই জলস্বপ্ন প্রকল্পে চা বাগানগুলির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বহু বাগানে পানীয় জলের প্রকল্পের কাজ চলছে। কয়েকটি বাগানে নতুন করে কাজ শুরু হচ্ছে।

যে সমস্ত চা বাগানে জলপ্রকল্পের কাজ চলছে অথবা পরিকল্পনা পাকা হয়ে গিয়েছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে নাগেশ্বরী, রেডব্যাংক, সামসিং, ইয়ংটং, নাকাটি, সাতখাইয়া, নাগরাকাটা, সাইলি, নয়াসাইলি, আইভিল, কারবালা, কিলকোট, গাঠিয়া, চিলৌনি, গ্রাসমোড়, চ্যাংমারি, দেবপাড়া, আমবাড়ি। জমিজটের কারণে বড়দিঘি চা বাগানের প্রায় ৪ কোটি টাকার প্রকল্পটি ২০১৭ থেকে আটকে ছিল। সেই সমস্যা মিটে গিয়ে সেখানে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় ৭ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বরাদ্দে নতুন প্রকল্পের জন্য টেন্ডার পর্বের কাজ মিটেছে সাঁওগাঁও, মানাবাড়ি ও বামনডাঙ্গা- এই ৩ বাগানের জন্য। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রে খবর, জেলার সদর ব্লক, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি ও রাজগঞ্জ ব্লকে বাড়ি বাড়ি সংযোগ পৌঁছানোর কাজ চলছে। সরকারি সূত্রে খবর, জলস্বপ্ন প্রকল্পে এপিএল বা বিপিএল বলে কোনও ক্যাটিগোরি থাকছে না। প্রতিটি বাড়িতে জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়াই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য। প্রতিটি পরিবার যাতে পর্যাপ্ত জল পায়, সেজন্য জলাধার থেকে প্রতিদিন যতবার জল ছাড়া হয়, সেই সংখ্যাও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে প্রকল্পটিতে।

জলের অপেক্ষা

- জলপাইগুড়ি জেলায় জলস্বপ্ন প্রকল্পের প্রথম দফার কাজ চলছে
- ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪৫৬টি বাড়িতে সংযোগ দেওয়ার কাজ শুরু
- পরীক্ষামূলকভাবে কিছু বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ শেষ
- ৩ বন্ধ বাগানের চা সুন্দরী প্রকল্পের বাড়িতেও জল পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত

তুলির শেষ টান।।

ময়নাগুড়িতে অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি।

হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্সের উপর হামলা

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : এক রোগীর মৃত্যুর ঘটনার পর হাসপাতালে ভাঙচুর এবং এক চিকিৎসক ও নার্সকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কার্সিয়াং মহকুমা হাসপাতালে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন চিকিৎসকরা। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলা হয়েছে। কার্সিয়াং থানা জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ প্রলয় আচার্য জানিয়েছেন, অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি দেখছে।

বুধবার রাতে কার্সিয়াং শহর সংলগ্ন এলাকার ৭০ বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধকে পরিবারের লোকজন চিকিৎসার জন্য মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেই সময় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ছিলেন ইএনটি সার্জন ডাঃ হিমাদ্রিশেখর মজুমদার। তিনি রোগীকে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। রোগীর পরিবারকে বিষয়টি জানানোর পরই তাঁরা হাসপাতালে ভাঙচুর শুরু করেন এবং চিকিৎসকের উপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। হিমাদ্রিবাবু বলেন, 'রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন। আমাদের আর করার কিছুই ছিল না। মৃত্যুর খবর জানাতেই জরুরি বিভাগে ঢুকে আমাকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দেন রোগীর বাড়ির লোকজন। চতুর্থ শ্রেণির এক কর্মচারীকেও মারধর করা হয়েছে। এখানেই না থেমে নার্সদেরও অশালীন ভাষায় গালিগালাজ এবং মারতে উদ্যত হয়েছিলেন আক্রমণকারীরা। কোনওরকমে লুকিয়ে বাঁচেন নার্সরা। এরপরই আমাদের ভিতরে রেখে জরুরি বিভাগ বাইরে থেকে আটকে দেওয়া হয় এবং হাসপাতালে ভাঙচুর করা হয়। এই ঘটনায় আমরা খুবই আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। ছয় বছর ধরে কার্সিয়াংয়ে রয়েছি। কোনওদিন এমন পরিস্থিতির মুখে পড়িনি।' এই খবর জানাজানি হতেই চিকিৎসক মহলে হইচই শুরু হয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যে চিকিৎসকরা পরিবার-পরিজন, উৎসব সবকিছু ভুলে যেভাবে দিনরাত কাজ করছেন, তাঁদের উপর যদি এমন হামলা হয় তাহলে তো চিকিৎসকদের মনোবল আরও ভেঙে যাবে।

> মৃত্যুর খবর জানাতেই জরুরি বিভাগে ঢুকে আমাকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দেন রোগীর বাড়ির লোকজন। চতুর্থ শ্রেণির এক কর্মচারীকেও মারধর করা হয়েছে। এখানেই না থেমে নার্সদেরও অশালীন ভাষায় গালিগালাজ এবং মারতে উদ্যত হয়েছিলেন আক্রমণকারীরা
>
> **–ডাঃ হিমাদ্রিশেখর মজুমদার**
> *আক্রান্ত চিকিৎসক*

এই ঘটনার পরই কার্সিয়াং মহকুমা হাসপাতালের পক্ষ থেকে স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।পাশাপাশি ইএনটি চিকিৎসকদের সংগঠন দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ অটো ল্যারিঙ্গোলজিস্ট অব ইন্ডিয়া শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক ডাঃ রাধেশ্যাম মাহাতো বলেন, 'আমাদের সংগঠনের সদস্যের উপর এই হামলা হয়েছে। পাশাপাশি নার্স ও অন্য কর্মীদেরও মারধর এবং হাসপাতালে ভাঙচুর করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে এবং দ্রুত হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাশাপাশি হাসপাতালে নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবিতে আমরা দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি দিয়েছি।'

অন্তঃসত্ত্বাকে ঢুকতে বাধা

ক্রান্তি, ২৯ অক্টোবর : প্রেমিকের বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলেন দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা। বাধা পেয়ে দিনভর বাড়ির সামনেই বসে রইলেন ওই মহিলা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোদালকাটি গ্রামে। প্রেমিক-প্রেমিকা দুজনেই বিবাহিত। পনেরো বছর আগে রাজাডাঙ্গার আনন্দপুর ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা এক ব্যক্তির সঙ্গে ওই মহিলার বিয়ে হয়। তাঁদের দুটি সন্তানও রয়েছে। প্রেমিক মহিদুলও বিবাহিত। তিনি তিন সন্তানের পিতা। এদিন মহিদুলের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও পরিবারের লোকজন তাঁকে ওই বাড়িতে ঢুকতে বাধা দেন বলে অন্তঃসত্ত্বার অভিযোগ। তিনি বলেন, প্রায় এক বছর আগে রাজাডাঙ্গার কোদালকাটি নিবাসী মহিদুলের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আগের স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয় এবং চার মাস আগে মহিদুলের সঙ্গে তাঁর বিয়ের রেজিস্ট্রিও হয়। এদিন মহিদুল ফোন করে তাঁকে বাড়িতে ডেকেছিলেন। তাই তিনি এসেছিলেন। তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এদিকে মহিদুলের প্রথম পক্ষের স্ত্রী রকেয়া খাতুন বলেন, তাঁদের ২০ বছরের বিবাহিত জীবন। তাঁদের তিন সন্তান রয়েছে। এই অবস্থায় ওই মহিলাকে তিনি এই বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না। পরিস্থিতি যাতে আয়ত্তের বাইরে না যায় সেইজন্য বিশাল পুলিশবাহিনী সেখানে মোতায়েন রয়েছে। ঘটনার পর মহিদুল বেপাত্তা হয়ে গিয়েছেন।

সাম্মানিক চালুর দাবি

নাগরাকাটা, ২৯ অক্টোবর : সাম্মানিক চালুর দাবিতে এডুকেশন ভলান্টিয়াররা সরব হয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, গত ৬ বছর ধরে সাম্মানিক মিলছে না। এ বিষয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন ভলান্টিয়ার টিচার্স অর্গানাইজেশন মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'এডুকেশন ভলান্টিয়ারদের ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কাজের নিশ্চয়তার বিজ্ঞপ্তি জারি হলেও হঠাৎ করে ২০১৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে তাঁদের সাম্মানিক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে গোটা রাজ্য মিলিয়ে ওই ধরনের ১২০০ শিক্ষাকর্মীর পরিবারে অন্ধকার নেমে এসেছে। রাজ্যের কাছে এর আগেও সমস্যা সমাধানের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

জানা গিয়েছে, ২০০৪ সালে এডুকেশন ভলান্টিয়ারদের নিয়োগ করা হয়। সেই সময় পদটির নাম ছিল শিক্ষামিত্র। সমগ্র শিক্ষা মিশনের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত ওই শিক্ষামিত্রদের মূল কাজ ছিল স্কুলছুটদের স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করা। নানা সময়ে শিক্ষামিত্র বা এডুকেশন ভলান্টিয়ারদের কিছু সুযোগসুবিধা প্রদানের জন্য বৃত্তিগত একাধিক সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হলেও সেসব কার্যকরী হয়নি বলেও তাঁদের অভিযোগ।

গ্রেপ্তার যুবক

জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : এক মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকেলে জলপাইগুড়ি শহরের জেওয়াইএমএ খেলার মাঠ সংলগ্ন করলা নদীর বাঁধে ঘটনাটি ঘটে। ধৃত যুবকের বাড়ি শিলিগুড়িতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে ওই মহিলা বাঁধের ওপরের রাস্তা ধরে কিংসাহেবের ঘাটের দিক থেকে বাবুপাড়ার দিকে আসছিলেন। জেওয়াইএমএ মাঠ সংলগ্ন এলাকায় ওই যুবক তাঁর শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। মহিলার চিৎকারে এলাকাবাসী অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। এরপর অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মহিলার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কোতোয়ালি থানার আইসি বিপুল সিনহা জানিয়েছেন, যুবকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কদমতলা মোড় পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ক্যাজুয়াল এমপ্লয়িজ সমিতির বিক্ষোভ। – সংবাদচিত্র

স্থায়ীকরণের দাবিতে অবরোধ, বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : স্থায়ীকরণের দাবিতে হাতে থার্মোকলের থালা নিয়ে জলপাইগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্র কদমতলা মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ক্যাজুয়াল এমপ্লয়িজ সমিতির জলপাইগুড়ি শাখার সদস্যরা। এই দাবিতে গত ১৭ দিন থেকে আনন্দ চন্দ্র কলেজের গেটের সামনে আমরণ অনশন চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আন্দোলন জোরদার করতে এদিন ওই কর্মসূচি নিয়েছেন তাঁরা। আচমকা অবরোধের জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। যদিও পরে কোতোয়ালি থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা।

স্থায়ীকরণ ও সমকাজে সমবেতনের দাবিতে গত ৬ বছর থেকে আন্দোলন করে আসছে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ক্যাজুয়াল এমপ্লয়িজ সমিতি। এই সময়ের মধ্যে এই দাবিকে সামনে রেখে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর, শিক্ষামন্ত্রী এবং সচিবের সঙ্গে দেখাও করেছেন সংগঠনের সদস্যরা। কিন্তু তার পরেও ব্যবস্থা না নেওয়ায় কলকাতায় বিকাশ ভবনের সামনে ধর্না আন্দোলন সহ স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। পরে এই দাবির ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয় শিক্ষা দপ্তর থেকে বলে সংগঠনের দাবি। কিন্তু আশ্বাস দেওয়ার পরেও কাজ না হওয়ায় ফের আন্দোলন শুরু করেছেন সংগঠনের সদস্যরা।

> কলেজের অস্থায়ী কর্মী ও অতিথি শিক্ষকদের একই পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হয়। অথচ দেখা যাচ্ছে, এই করোনা মহামারির মধ্যে কলেজের অতিথি শিক্ষকদের চাকরিতে স্থায়ীকরণ করা হল। আমরা আমাদের দাবিতে অনড়।
>
> **–উত্তম সোম**
> *অস্থায়ী কলেজ কর্মীদের সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক*

এদিন দুপুরে জেলার ১০টি কলেজ থেকে আসা সংগঠনের সদস্যরা মিছিল করেন। সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক উত্তম সোম বলেন, 'রাজ্যজুড়ে সরকার পোষিত কলেজগুলিতে অস্থায়ী কর্মীরা কেউ ১০ বছর, কেউ ১৫ বছর, আবার কেউ ২৫ বছর ধরে কাজ করছেন। কিন্তু এই অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয় না। কলেজের অস্থায়ী কর্মী ও অতিথি শিক্ষকদের একই পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হয়। অথচ দেখা যাচ্ছে, এই করোনা মহামারির মধ্যে কলেজের অতিথি শিক্ষকদের চাকরিতে স্থায়ীকরণ করা হল। আমরা আমাদের দাবিতে অনড়। স্থায়ীকরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

মেলা না বসায় আর্থিক সংকটের মুখে ব্যবসায়ীরা

চাকুলিয়া, ২৯ অক্টোবর : করোনার আবহে এবছর দুর্গাপুজোর দশমীর পর মেলা বসেনি। ফলে আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছেন ক্ষুদ্র এবং ছোট ব্যবসায়ীরা। এর আগে চাকুলিয়ার পারুল, শকুন্তলা, তরিয়াল, গন্ডাল এবং গোয়ালপোখরের সাহাপুর, ধরমপুর ও গোয়াগাঁও এলাকায় দুর্গাপুজোর দশমীর পর দু-তিনদিন ধরে মেলা চলত। এবছর সেই জায়গায় মেলা বসেনি।

সারাবছর পুজোর পর মেলার দিকে তাকিয়ে থেকেও এবছর করোনা পরিস্থিতিতে জিনিসপত্রের পসরা নিয়ে বসতে পারেননি গ্রামীণ এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। ফলে অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব পড়েছে তাঁদের হেঁশেলেও। শুধু তাই নয়, মেলাকে ঘিরে মহামিলনের যে আনন্দ উৎসব হত এবছর তাও হয়নি। এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি মনখারাপ পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের মধ্যেও।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুজোর সময় সাহাপুর, পারুল ও তরিয়াল এলাকায় সবচেয়ে বড় মেলা বসত। প্রচুর মানুষের সমাগমও হত সেখানে। দুই ব্লকের বাসিন্দাদের কাছে খুবই জনপ্রিয় ওই এলাকার মেলাগুলি। দূরদূরান্তে এই মেলার নাম রয়েছে। তিনদিন ধরে দুর্গাপুজোকে ঘিরে মেলা অনুষ্ঠিত হত। ঢল নামত ব্যবসায়ীদের। তবে, এবছর কিছুই হচ্ছে না। মেলার এসব জায়গাগুলি এবছর যেন খাঁখাঁ করছে।

অন্য বছর মাটির পুতুল এবং শিশুদের খেলনা বিক্রি করতে মেলায় পসরা নিয়ে বসেছিলেন চাকুলিয়া এলাকার বাসিন্দা কমল পাল। তিনি বলেন, 'এবার সেই আশা নিয়ে মাটির পুতুল ও খেলনার সামগ্রী আগে থেকেই মজুত করে রেখেছিলাম। কিন্তু এবার মেলা না বসায় দুশ্চিন্তায় রয়েছি। অভাব-অনটনের মধ্যে সংসার কীভাবে চালাব তা ভেবে কুল পাচ্ছি না।'

মিষ্টি ব্যবসায়ী সঞ্জয় সাহা বলেন, 'সারাবছর দোকানে ব্যবসা করে যা আয় হয় তা দিয়ে ঘরভাড়া এবং সংসার খরচ চলে যায়। পুজোর সময় মেলায় ব্যবসার টাকা অন্য কাজে ব্যবহার করা যেত। কিন্তু ব্যবসায় মন্দা চলছে। তার ওপর সারাবছর পুজোর মেলার অপেক্ষায় থেকে সেই আশাভরসাও এবার শেষ হয়ে গিয়েছে।'

সাহাপুর পুজো কমিটির এক উদ্যোক্তা শ্যামল পাল বলেন, 'নানা ধরনের জিনিসপত্রের পসরা সাজিয়ে মেলাকে প্রাণবন্ত করে তুলতেন এলাকার ছোট ব্যবসায়ীরা। এবছর সব কিছু কেড়ে নিয়েছে করোনা। আর্থিক দিক থেকে এবছর খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে।'

ডালখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এআরভি নেই

ডালখোলা, ২৯ অক্টোবর : ডালখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কুকুর, বিড়াল কামড়ানোর প্রতিষেধক অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিন না থাকায় ডালখোলা পুরসভার বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। ডালখোলা পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের একটি মেয়েকে কুকুরে কামড়ালে তাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাকে করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে রেফার করেন। মেয়েটির বাবা অর্জুন সরকার বলেন, 'চিকিৎসক অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিন না দিয়ে তাকে করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে রেফার করে দেন। অথচ ডালখোলা পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই ভ্যাকসিন না থাকায় প্রচুর মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। ডালখোলা পুরসভার বাসিন্দাদের কুকুর বা বিড়াল কামড়ালে তাঁদের করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে যেতে হবে। কারণ ডালখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন নেই।' ডালখোলা পুরসভার যুগ্ম প্রশাসক সুভাষ গোস্বামী বলেন, 'ডালখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিন না থাকার বিষয়টি আমার জানা নেই। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। খোঁজ নেব।'

এ বছর অনাড়ম্বর নেতাদের কালীপুজো

জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : করোনা আবহে জলপাইগুড়ি শহরের অনেক রাজনৈতিক নেতাই এবার কালীপুজো ছোট আকারে করছেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা অন্য কোনও আড়ম্বরও রাখছেন না তাঁরা। অনেকেই কার্যত অনাড়ম্বরভাবেই পুজোর আয়োজন করছেন এবার। তবে হাতেগোনা এক-দুজন বড় মাপের পুজোর আয়োজন নিয়েও ব্যস্ত রয়েছেন।

গতবার যেখানে বিগ বাজেটের কালীপুজো করা নিয়ে তৃণমূল নেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকত, এবার করোনা আবহ, আর্থিক মন্দা, স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করার মতো বিষয়গুলি থাকায় অনাড়ম্বরভাবে পুজো করছেন সকলে। জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান মোহন বসু, জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ি টাউন ব্লক কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা তৃণমূল কোঅর্ডিনেটর চন্দন ভৌমিকের পুজোকে শহরের বিগ বাজেটের পুজো হিসেবে ধরা হয়। মোহন বসু জলপাইগুড়ি শহরের সোনাউল্লা উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিবছর বিগ বাজেটে যুবমঞ্চের পুজো করেন। এবার পুজো ২৬ বছরে পড়ল। তবে করোনা আবহে আড়ম্বরহীনভাবে ছোট আকারে পুজো করা হবে বলে মোহন বসু জানিয়েছেন। যে কয়েকজন দর্শনার্থী আসবেন তাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতা সেরে জনসংযোগ বাড়াবেন বলে জানান তিনি। সৈকত চট্টোপাধ্যায় অবশ্য একই সঙ্গে ২ থেকে ৩টি কালীপুজোর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এখনও এফডিআই স্কুল প্রাঙ্গণে যুব ঐক্য এবং আদরপাড়ার ত্রিনয়নী ক্লাবের পুজো করছেন। ডিবিসি রোডের মুনলাইটের পুজো এ বছর হবে কি না তা নিয়ে নিশ্চিত নন নিজেও। বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবার করা হবে না বলে সৈকতবাবু জানিয়েছেন। চন্দন ভৌমিক অবশ্য নিজের ত্রিনয়নীর এবারের নবম বছরের পুজা ফণীন্দ্রদেব স্কুলের খেলার মাঠে করছেন না। কদমতলা পাটগোলাতে একেবারেই ছোট আকারে পুজোর আয়োজন করছেন তিনি। আড়ম্বর ছাড়াই ভিড় কমিয়ে পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন। জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা তৃণমূলের জলপাইগুড়ি টাউন ব্লক কমিটির চেয়ারম্যান তপন বন্দ্যোপ্যাধায় ৪ নম্বর গুমটির কাছে দাদাভাই ক্লাবের পুজো কমিটির সম্পাদক। এবার ৪৩তম বর্ষের পুজো। তবে সরকারি নির্দেশিকা মেনেই পুজো করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। দর্শনার্থীদের অটো স্যানিটাইজার টানেলের মধ্যে দিয়ে প্রতিমা দেখতে হবে বলে তপনবাবু জানিয়েছেন। জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার পিনাকী সেনগুপ্ত নিজের ওয়ার্ডের মাসকালাইবাড়ি কালীবাড়ি পুজো কমিটির সভাপতি। তাছাড়া মাসকালাইবাড়ি শ্মশানের কালীপুজোতেও পিনাকীবাবু যুক্ত রয়েছেন। বিজেপির জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামীও এবার বড় আকারের পুজোর সঙ্গে যুক্ত নন। করোনা আবহে বড় আকারে পুজোর আয়োজন করছেন না তাঁরা। মোহিতনগরে বেশ কয়েকটি ছোট আকারের পুজোয় যুক্ত থেকে জনসংযোগ বাড়াবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

দুশ্চিন্তায় মৃৎশিল্পীরা

জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর তুলনায় জলপাইগুড়ি শহরে কালীপুজোর সংখ্যা অনেক বেশি। কালীপুজো দেখার জন্য শহরবাসী তো বটেই, প্রতিবেশী জেলা থেকে দর্শনার্থীরা জলপাইগুড়িতে আসেন। তবে দুর্গাপুজোর মতোই কালীপুজোর উদ্যোক্তারা এবার জাঁকজমক না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই কালীপুজোকে ঘিরে জলপাইগুড়ির প্রায় দুই শতাধিক মৃৎশিল্পী চিন্তায় পড়েছেন।

দুর্গা প্রতিমা তৈরির সঙ্গে সঙ্গেই কালী প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করেন মৃৎশিল্পীরা। দুর্গাপুজোয় বহু প্রতিমা বিক্রি হয়নি। সেগুলি মৃৎশিল্পীদের শিল্পালয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে ক্ষতির মুখে পড়েছেন তাঁরা। বায়না দেওয়ার পরেও বড় পুজো কমিটিগুলি করোনা পরিস্থিতির জেরে কোনওরকমে পুজো সেরেছে। এবার কালীপুজোয় পরিস্থিতি কী হবে, তা ভেবে জীবন পাল, বাবাই পাল, আকাশ পাল, রাজু পালের মতো মৃৎশিল্পীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

প্রবীণ মৃৎশিল্পী জীবন পাল জানিয়েছেন, জলপাইগুড়ি শহরে দুই শতাধিক মৃৎশিল্পী রয়েছেন। দুর্গাপুজোয় তাঁদের এবার রোজগার হয়নি বললেই চলে। সারাবছর শিল্পীদের সংসার কীভাবে চলবে, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন তাঁরা। সরকারের তরফে বিভিন্ন পেশায় যুক্তদের অনুদান দেওয়া হচ্ছে। তাঁর মতে, পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে মৃৎশিল্পীদেরও অনুদান দেওয়া জরুরি। এবার তাঁরা দুর্গা প্রতিমাগুলি জলের দরে বিক্রি করেছেন। কালী প্রতিমা তৈরির জন্য বায়না অনেক আগেই এসেছে। তিনি ৪৫টি কালী প্রতিমা তৈরি করছেন। তবে সব প্রতিমা শেষ পর্যন্ত বিক্রি হবে কি না, সেই আশঙ্কায় রয়েছেন তিনি। তিনি আরও জানান, প্রতিমা তৈরির উপকরণ যেমন- মাটি, সুতলি, বাঁশ, রং, সাজের সামগ্রীর দাম দ্বিগুণ বেড়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় প্রতিমার দাম বাড়েনি, উলটে তাঁদেরকে অনেক কম দামে প্রতিমা বিক্রি করতে হচ্ছে। এবারের মতো কঠিন পরিস্থিতিতে আগে কোনও দিন মৃৎশিল্পীদের পড়তে হয়নি। আরেক মৃৎশিল্পী জানালেন, পরিবারের প্রয়োজনের কথা ভেবে দিনমজুরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। অনেক মৃৎশিল্পী গ্রামে গিয়ে ইতিমধ্যেই সবজি চাষ করছেন, কারণ তাঁদের হাতে সংসার চালানোর মতো টাকা নেই।

বড় কালীপুজো কমিটিগুলির অধিকাংশই ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পুজোয় তারা কোনও জাঁকজমক করবে না। ছোট কালী প্রতিমায় নিয়মরক্ষার পুজো করা হবে। করোনার পরিস্থিতিতে এই অবস্থান নেওয়া ছাড়া কোনও বিকল্প পথ নেই বলে জানিয়েছে তারা। অনেকেই অন্যবারের মতো আলোকসজ্জা করার পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে এসেছেন। তবে অনেক পুজো কমিটি বস্ত্রদানের পরিকল্পনা নিয়েছে।

বিসর্জনের আট দিন পর সিঙ্গারদহে ফেরেন উমা

কৌস্তুভ দেসরকার

করণদিঘি, ২৯ অক্টোবর : উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের দোমোহনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গারদহ গ্রামে দুর্গাপুজোর বিসর্জনের পর অর্থাৎ দশমীর পর যে প্রথম মঙ্গলবারটি আসে সেদিন থেকেই পুজো শুরু হয়। এখানে তাঁরা উমাকে সোনামতি কুম্ভরানি নামে পুজো করে থাকেন। তবে কথিত আছে, দুর্গাপুজোর বিসর্জন দেখতে যাওয়ার জন্য বাড়ির বৌ ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বিসর্জন সমাপ্ত হয়ে যাবে ভেবে বারবার বৌমাকে প্রস্তুতি নিয়ে ঘর থেকে বেরোনোর জন্য তাড়া দিচ্ছিলেন পরিবারের লোকেরা। তাতেও তিনি ঘর থেকে বেরোচ্ছেন না দেখে মহিলারা গিয়ে দেখেন ঘরের ভিতরে মা দুর্গা। সেই থেকে দুর্গাপুজোর আটদিন পর প্রথম মঙ্গলবার যেহেতু এই পুজো হয় তাই অনেকে একে অষ্টমঙ্গলা বলেও মনে করেন। কারণ, প্রচলিত সামাজিক রীতি অনুযায়ী মেয়েরা যে অষ্টমঙ্গলায় আবার বাপের বাড়ি ফেরে।

প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে। – সংবাদচিত্র

তবে, এবারে পুজো শুরু হবে ৩ নভেম্বর, মঙ্গলবার থেকে। স্থানীয় বাসিন্দা সুভাষচন্দ্র সিনহা বলেন, প্রতিবছর পুজো এবং মেলা হয়। এবার পুজো ভালোমতো হবে। কিন্তু মেলা হবে না। এবার রায়গঞ্জের বাহিন থেকে মৃৎশিল্পী ভজন পাল মূর্তি তৈরি করছেন। শতাব্দীপ্রাচীন এই পুজোর প্রস্তুতিকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা এখন তুঙ্গে। পুজো কমিটির সম্পাদক গুণধর সিংহ বলেন, 'ঠিক কোন সালে পুজোর সূচনা হয়েছিল আমরা কেউই জানি না। বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে পুজো হয়ে আসছে।'

এখানে দেবী প্রতিমায় কোনও আধুনিক শিল্পরীতির ছোঁয়া থাকে না। দশভুজা এই দেবীর সঙ্গে লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী, কার্তিক সকলেই থাকেন। নিতান্ত সাবেকি ধাঁচের প্রতিমা হয়। তার মধ্যেই নিজস্ব আঙ্গিক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা থাকে। দেবী দুর্গার নামে এখানে বেশ কয়েক বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি থেকেও কিছুটা পুজোর খরচ উঠে আসে। এখানে দেবী খুব জাগ্রত। প্রচলিত আছে, মায়ের কাছে কিছু চাইলে তিনি কাউকে নিরাশ করেন না। তাই পুজোয় এসে অনেকেই মানত করে যান। সেই মানত পূরণ হলে পরের বছর পুজোয় মায়ের সামনে পাঁঠা কিংবা পায়রা বলি দিয়ে উৎসর্গ করা হয়।

প্রতিবছর অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে এখানে পুজো হয়। পুজোয় এবং মেলায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বিহার থেকেও প্রচুর মানুষ আসেন। শুধু সিঙ্গারদহ গ্রামই নয়, মাগনাভিটা, মাটিয়ানি, মণিপাড়া, তেলেঙ্গাডাঙ্গি, চুনামারি সহ আশপাশের বহু গ্রামের মানুষ এখানে আসেন।